# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২২-২৩

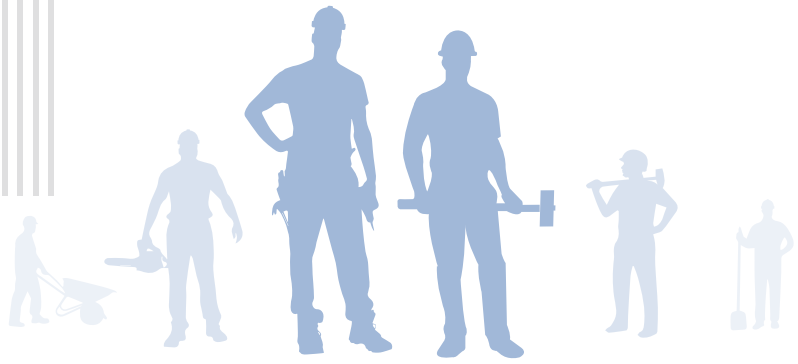



**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mole.gov.bd

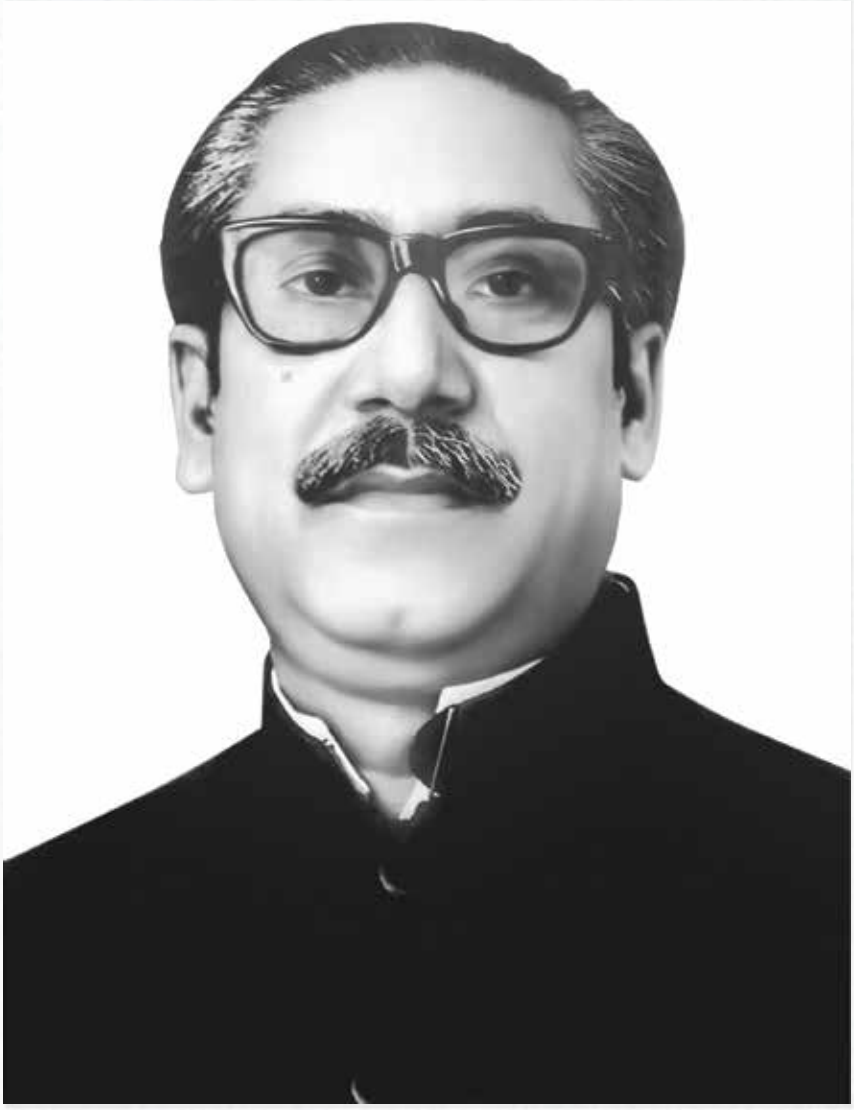

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**মাননীয় প্রতিমন্ত্রী**
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম বাজার এবং শ্রমজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। প্রতিবছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি পুনর্মূল্যায়ন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে শ্রম আইন, ২০০৬ অধিকতর সংশোধনপূর্বক আরও যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন ও বিলটি পাশের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ও বন্দর, নারায়ণগঞ্জে দুইটি পাঁচ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০৭টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি পুন:নির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় পুন:নির্ধারণের সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে এমন আরও ১৪টি শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিকগণের ন্যূনতম মজুরি পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সম্পাদিত হালনাগাদ সার্বিক কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও কর্মক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সর্বোপরি দেশের জনসাধারণ এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত হতে পারবেন।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্ণনাও এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের প্রচলিত আইন ও শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণ এবং বহির্বিশ্বের সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংস্থাসমূহকে আস্থায় রাখার প্রচেষ্টার মাধ্যমে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অধিকতর সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে পুনঃসংশোধনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নিরসন করে কল্যাণধর্মী এ আইনটিকেও বাস্তবায়নযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশোধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২ পুনর্মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন ও আইনটির বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী এ আইনটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং অধিকতর শ্রম বান্ধব করা হয়েছে, যার সুফল শ্রমজীবী সমাজ পেতে শুরু করেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "শিশুশ্রম নিরসন ও পুর্নবাসন প্রকল্প" নামে একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের রপ্তানী আয়ের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ও প্রত্যক্ষভাবে চল্লিশ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী গার্মেন্টস শিল্পকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শতভাগ সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থন মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্ট আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মতো শ্রমসাধ্য কাজ যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে তাঁদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। নন্দিত এ প্রয়াস যেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকে এ আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা ।

মোঃ এহছানে এলাহী

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

# মুখবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকারের ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত ও স্মার্ট দেশে উন্নীত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম কর্মসারথী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালায়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, শ্রম আদালত, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণকে সুশাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে জনগণের তথ্য অধিকার তথা তথ্যের অবাধ প্রবাহের দালিলিক প্রতিফলন ঘটাতেই অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও অর্জনের তথ্য-উপাত্ত প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রসহ সন্নিবেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করছি, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নানা সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাইফ উদ্দিন আহমেদ
আহ্বায়ক
সম্পাদনা পর্ষদ

# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

## সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মোঃ এহছানে এলাহী

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

## সম্পাদনায়

| | |
|---|---|
| ◆ জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | আহ্বায়ক |
| ◆ জনাব কবির আল আসাদ, যুগ্মসচিব (সংস্থাপন অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব (আন্তর্জাতিক সংস্থা অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ মোছা: হাজেরা খাতুন, যুগ্মসচিব (শ্রম অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ বেগম মোর্শেদা আক্তার, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ জনাব বিমলেন্দু ভৌমিক, উপসচিব (সেবা শাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ খোন্দকার মোঃ নাজমুল হুদা শামিম, সিনিয়র সহকারী সচিব(আন্তর্জাতিক সংস্থা- ১, ২ শাখা) | সদস্য |
| ◆ জনাব এস.এইচ.এম. মাগফুরুল হাসান আব্বাসী, সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা ৩ ও ৪ শাখা) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ জনাব সুকান্ত বসাক, সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ জনাব এ.এস.এম. মেহরাব হোসেন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (আইসিটি সেল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ◆ জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী সচিব (সমন্বয় শাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সদস্য সচিব |


প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব ▪ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল: ▪ ১০ অক্টোবর, ২০২৩

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| অধ্যায় ১ | মন্ত্রণালয় পরিচিতিঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ১৩-১৪ |
| | মন্ত্রণালয়ের রুপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্য | ১৫ |
| | Allocation of Business অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলী | ১৬ |
| | মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, অনুবিভাগসমূহ ও জনবল | ১৭-২১ |
| অধ্যায় ২ | শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা | ২২-২৩ |
| অধ্যায় ৩ | শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম | ২৪-২৮ |
| অধ্যায় ৪ | পরিকল্পনা ও উন্নয়ন | ২৯-৩১ |
| অধ্যায় ৫ | সুশাসন ও জবাবদিহিতা | ৩২-৩৫ |
| অধ্যায় ৬ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৩৬-৩৮ |
| অধ্যায় ৭ | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন | ৩৯-৪৪ |
| অধ্যায় ৮ | আইন, বিধি ও নীতিমালা | ৪৫ |
| অধ্যায় ৯ | কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন | ৪৬-৪৭ |
| অধ্যায় ১০ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি | ৪৮ |
| অধ্যায় ১১ | আইএলও এর সাথে বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশন | ৪৯-৫০ |
| অধ্যায় ১২ | ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত সেক্টরের তালিকা | ৫১-৫২ |
| অধ্যায় ১৩ | মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ | ৫৩ |
| | (ক) শ্রম অধিদপ্তর | ৫৪-৫৫ |
| | (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | ৫৬-৫৮ |
| | (গ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১৩টি শ্রম আদালত | ৫৯ |
| | (ঘ) নিম্নতম মজুরি বোর্ড | ৬০ |
| | (ঙ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন | ৬১-৬২ |
| | (চ) কেন্দ্রীয় তহবিল | ৬৩-৬৪ |

“.....আছে শুধু আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।”

- জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“আপনি চাকরি করেন আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব কৃষক, আপনার মাইনে দেয় ঐ গরীব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক।”

- জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অধ্যায়

১

# মন্ত্রণালয় পরিচিতি ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামেই এ মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু। অতঃপর বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে একাধিকবার নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে এটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন /দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মূলতঃ শ্রম কল্যাণ, শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের গঠন ও প্রশাসনিক কার্যাবলী, নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন ও বিভিন্ন শিল্প খাতের নূন্যতম মজুরীর সুপারিশ প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী শিল্প শ্রমিকের মজুরী কমিশন গঠন, সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার চাকুরী অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রমিকের চিকিৎসা সহয়তা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, শ্রম আইন সংশোধন ও বাস্তবায়ন, শ্রম

আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকের জন্য নূনতম মজুরী নির্ধারণসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হলো-কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করে জনবল অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১টি শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১৩টি শ্রম আদালত, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনস্থ কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এর জনবল ৯৯৩ জন হতে ১১৫৬ জনে উন্নীত করা হয়েছে । প্রধান কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মাঠপর্যায়ে ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সকল কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের উপায় নির্ধারণ এবং কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর' গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তায়ন, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কার্যপরিধির সাথে যুক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

## রূপকল্প (Vision)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

## অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

## কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকের কল্যাণ জোরদারকরণ;
- শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন; এবং
- দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ।

# Allocation of Business
# অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলী

| | |
|---|---|
| 1 [29.] | MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT |
| 1. | Welfare of labour including labour and non-agricultural employment. |
| 2. | Industrial employment and social security. |
| 3. | Trade Unions. Industrial and Labour disputes, Labour Courts, Wages Boards and Industrial Workers Wages Commission. |
| 4. | Labour statistics. |
| 5. | Administration of Labour Laws and Rules made thereunder. |
| 6. | Labour research including compilation of labour statistics. |
| 7. | Dealings and agreements with international organisations in the field of labour and manpower. |
| 8. | International Labour Organisations (I.L.O). |
| 9. | Labour Conferences. |
| 10. | National policy regarding labour and industrial welfare |
| 11. | Employees Social Security and Social Insurance Laws |
| 12. | Labour Administration and Training |
| 13. | Administration of Essential Services (Maintenance) ordinance |
| 14. | Administration of laws connected with safety and welfare in mines and quarries |
| 15. | Administration of Minimum Wages Legislation |
| 16. | Worker's education |
| 17. | Matters relating to Bureau of Manpower Training. |
| 18. | Discipline in industry. |
| 19. | Constitution of Wage Boards for individual industries. |
| 20. | Regulation of working conditions of industrial workers |
| 21. | Evaluation of the implementation of labour and industrial welfare laws and policies. |
| 22. | Social Security measures for labour. |
| 23. | Co-ordination of activities of other Ministries and organisations in connection with labour and industrial welfare. |
| 24. | Manpower research including compilation of manpower statistics. |
| 25. | National Policy regarding manpower employment. |
| a) | Resettlement and Employment of demobilized personnel; |
| b) | Administration of Essential personnel (Registration) ordinance, 1948. |
| 26. | Employment (Record of Service) Act, 1951 |
| 27. | National manpower problems. |
| 28. | National council for Skill Development and Training. |
| 29. | (a) Apprenticeship in plan training;<br>(b) Skill training policy including standardisation, testing and certification;<br>(c) National Committee for Skill development and Training. |
| 30. | Secretariat administration including financial matters. |
| 31. | Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this Ministry. |
| 32. | Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry. |
| 33. | All laws on subjects allotted to this Ministry |
| 34. | Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry |
| 35. | Fees in respect of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts |

*Note:* Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/2/2001-Rulcs/156, Dated 20 December 2001

# মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

১. শ্রমিকের অধিকার, কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা বিধান;

২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;

৪. শ্রম আইন, বিধিমালা, শ্রম ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৫. শ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়;

৬. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমসহ সকল ধরণের শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন;

৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

৮. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯. বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি।

# সাংগঠনিক কাঠামো

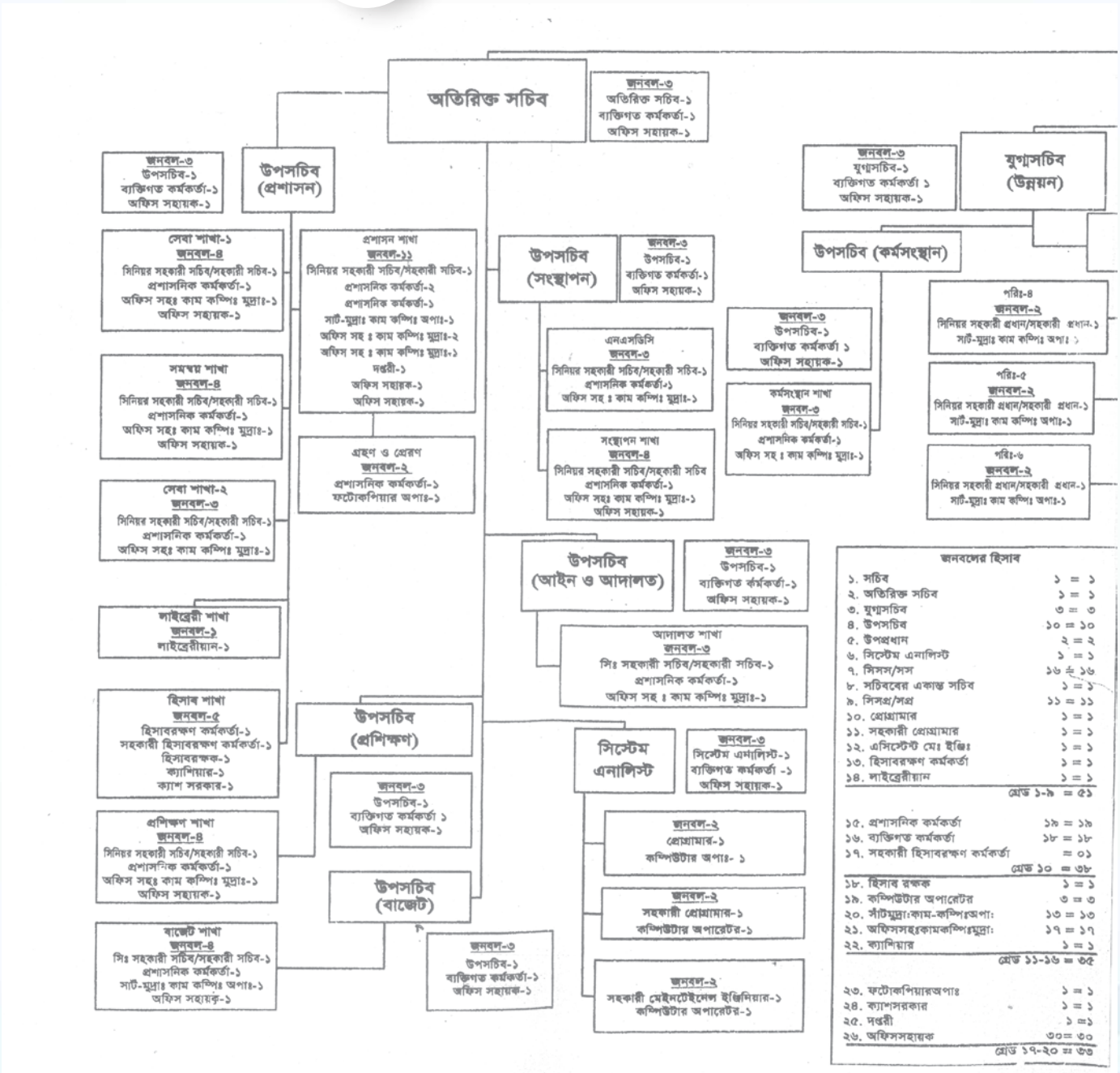


অতিরিক্ত সচিব
জনবল-৩
অতিরিক্ত সচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
সেবা শাখা-১
জনবল-৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
প্রশাসন শাখা
জনবল-১১
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
সাট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-২
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
দপ্তরী-১
অফিস সহায়ক-১
অফিস সহায়ক-১
সমন্বয় শাখা
জনবল-৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
গ্রহণ ও প্রেরণ
জনবল-২
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
ফটোকপিয়ার অপাঃ-১
সেবা শাখা-২
জনবল-৩
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
লাইব্রেরী শাখা
জনবল-১
লাইব্রেরীয়ান-১
হিসাব শাখা
জনবল-৫
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-১
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-১
হিসাবরক্ষক-১
ক্যাশিয়ার-১
ক্যাশ সরকার-১
প্রশিক্ষণ শাখা
জনবল-৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (প্রশিক্ষণ)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (বাজেট)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
বাজেট শাখা
জনবল-৪
সিঃ সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
সাট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (সংস্থাপন)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
এনএসডিসি
জনবল-৩
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
সংস্থাপন শাখা
জনবল-৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (আইন ও আদালত)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
আদালত শাখা
জনবল-৩
সিঃ সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
সিস্টেম এনালিস্ট
জনবল-৩
সিস্টেম এনালিস্ট-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -১
অফিস সহায়ক-১
জনবল-২
প্রোগ্রামার-১
কম্পিউটার অপাঃ- ১
জনবল-২
সহকারী প্রোগ্রামার-১
কম্পিউটার অপারেটর-১
জনবল-২
সহকারী মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার-১
কম্পিউটার অপারেটর-১
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
জনবল-৩
যুগ্মসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (কর্মসংস্থান)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১
অফিস সহায়ক-১
কর্মসংস্থান শাখা
জনবল-৩
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
পরিঃ-৪
জনবল-২
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সাট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ ১
পরিঃ-৫
জনবল-২
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সাট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
পরিঃ-৬
জনবল-২
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সাট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
জনবলের হিসাব
১. সচিব ১ = ১
২. অতিরিক্ত সচিব ১ = ১
৩. যুগ্মসচিব ৩ = ৩
৪. উপসচিব ১০ = ১০
৫. উপপ্রধান ২ = ২
৬. সিস্টেম এনালিস্ট ১ = ১
৭. সিসস/সস ১৬ = ১৬
৮. সচিবেবর একান্ত সচিব ১ = ১
৯. সিসপ্র/সপ্র ১১ = ১১
১০. প্রোগ্রামার ১ = ১
১১. সহকারী প্রোগ্রামার ১ = ১
১২. এসিস্টেন্ট মেঃ ইঞ্জিঃ ১ = ১
১৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ = ১
১৪. লাইব্রেরীয়ান ১ = ১
গ্রেড ১-৯ = ৫১
১৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৯ = ১৯
১৬. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১৮ = ১৮
১৭. সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা = ০১
গ্রেড ১০ = ৩৮
১৮. হিসাব রক্ষক ১ = ১
১৯. কম্পিউটার অপারেটর ৩ = ৩
২০. সাঁটমুদ্রাঃকাম-কম্পিঃঅপাঃ ১৩ = ১৩
২১. অফিসসহঃকামকম্পিঃমুদ্রাঃ ১৭ = ১৭
২২. ক্যাশিয়ার ১ = ১
গ্রেড ১১-১৬ = ৩৫
২৩. ফটোকপিয়ারঅপাঃ ১ = ১
২৪. ক্যাশসরকার ১ = ১
২৫. দপ্তরী ১ =১
২৬. অফিসসহায়ক ৩০= ৩০
গ্রেড ১৭-২০ = ৩৩

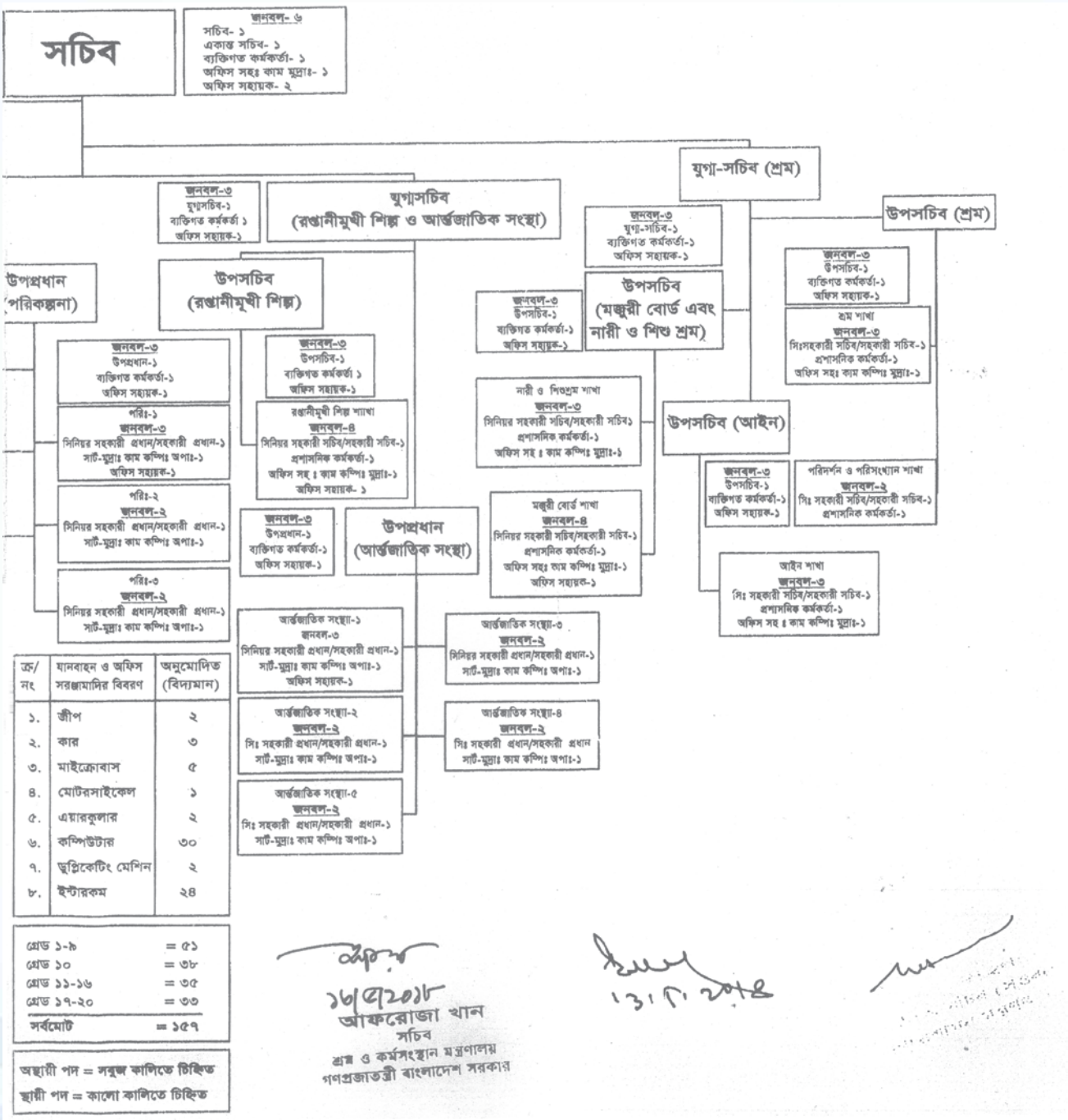
সচিব
জনবল- ৬
সচিব- ১
একান্ত সচিব- ১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১
অফিস সহঃ কাম মুদ্রাঃ- ১
অফিস সহায়ক- ২
যুগ্ম-সচিব (শ্রম)
জনবল-৩
যুগ্মসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১
অফিস সহায়ক-১
যুগ্মসচিব
(রপ্তানীমুখী শিল্প ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা)
জনবল-৩
যুগ্ম-সচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব (শ্রম)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
হাম শাখা
জনবল-৩
সিঃসহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
উপপ্রধান
(পরিকল্পনা)
উপসচিব
(রপ্তানীমুখী শিল্প)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
উপসচিব
(মজুরী বোর্ড এবং
নারী ও শিশু শ্রম)
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
নারী ও শিশুশ্রম শাখা
জনবল-৩
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
উপসচিব (আইন)
জনবল-৩
উপপ্রধান-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
পরিঃ-১
জনবল-৩
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
রপ্তানীমুখী শিল্প শাখা
জনবল-৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
অফিস সহায়ক- ১
পরিঃ-২
জনবল-২
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
জনবল-৩
উপপ্রধান-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
উপপ্রধান
(আর্ন্তজাতিক সংস্থা)
মজুরী বোর্ড শাখা
জনবল-৪
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
জনবল-৩
উপসচিব-১
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
অফিস সহায়ক-১
পরিদর্শন ও পরিসংখ্যান শাখা
জনবল-২
সিঃ সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
পরিঃ-৩
জনবল-২
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
আইন শাখা
জনবল-৩
সিঃ সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১
অফিস সহ ঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ-১
আর্ন্তজাতিক সংস্থা-১
জনবল-৩
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
অফিস সহায়ক-১
আর্ন্তজাতিক সংস্থা-৩
জনবল-২
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
আর্ন্তজাতিক সংস্থা-২
জনবল-২
সিঃ সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
আর্ন্তজাতিক সংস্থা-৪
জনবল-২
সিঃ সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
আর্ন্তজাতিক সংস্থা-৫
জনবল-২
সিঃ সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-১
সার্ট-মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ-১
ক্র/নং | যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ | অনুমোদিত (বিদ্যমান)
১. জীপ ২
২. কার ৩
৩. মাইক্রোবাস ৫
৪. মোটরসাইকেল ১
৫. এয়ারকুলার ২
৬. কম্পিউটার ৩০
৭. ডুপ্লিকেটিং মেশিন ২
৮. ইন্টারকম ২৪
গ্রেড ১-৯ = ৫১
গ্রেড ১০ = ৩৮
গ্রেড ১১-১৬ = ৩৫
গ্রেড ১৭-২০ = ৩৩
সর্বমোট = ১৫৭
অস্থায়ী পদ = সবুজ কালিতে চিহ্নিত
স্থায়ী পদ = কালো কালিতে চিহ্নিত
১৬/৫/২০১৮
আফরোজা খান
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
13/5/2018

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এ ৪টি অনুবিভাগের অধীন ১২টি অধিশাখা এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ৩০টি শাখা রয়েছে।

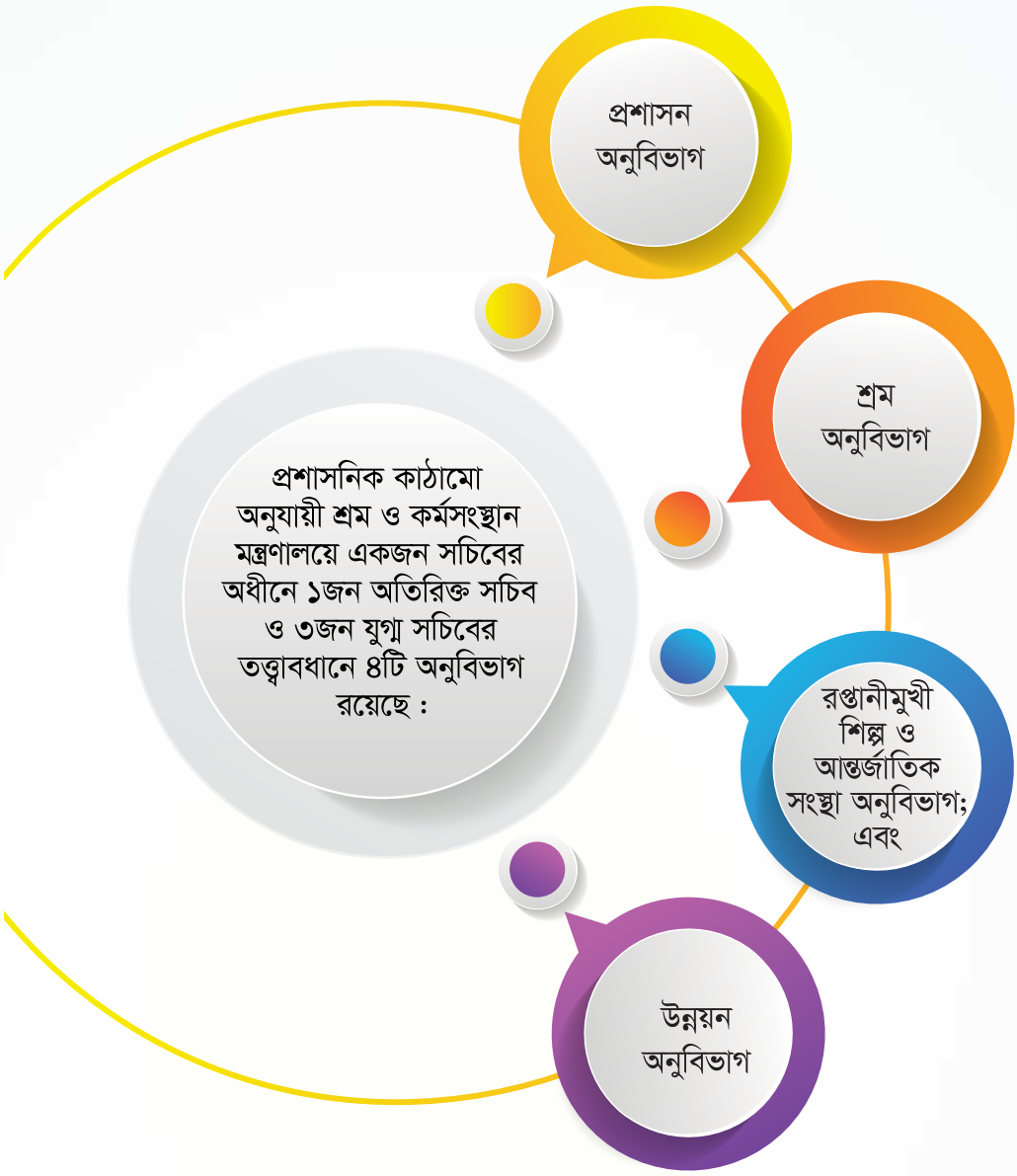

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনবল :

| ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত |
|---|---|---|---|
| ১. | সচিব | ০১টি | ০১টি |
| ২. | অতিরিক্ত সচিব | ০১টি | ০৩টি |
| ৩. | যুগ্মসচিব | ০৩টি | ০৬টি |
| ৪. | উপসচিব/উপপ্রধান | ১২টি | ০৮টি |
| ৫. | সচিবের একান্ত সচিব | ০১টি | ০১টি |
| ৬. | সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান / সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান | ২৭টি | ০৭টি |
| ৭. | সিস্টেম এনালিষ্ট | ০১টি | ০১টি |
| ৮. | সহকারী মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার | ০১টি | ০১টি |
| ৯ | প্রোগ্রামার | ০১টি | - |
| ১০. | সহকারী প্রোগ্রামার | ০১টি | - |
| ১১. | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০১টি | ০১টি |
| ১২. | লাইব্রেরীয়ান | ০১টি | - |
| ১৩. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১৯টি | ১৮টি |
| ১৪. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | ১৮টি | ১৫টি |
| ১৫. | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ০১টি | ০১টি |
| ১৬. | হিসাব রক্ষক | ০১টি | ০১টি |
| ১৭. | কম্পিউটার অপারেটর | ০৩টি | ০২টি |
| ১৮. | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১৩টি | ০৭টি |
| ১৯. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১৭টি | ১৩টি |
| ২০. | ক্যাশিয়ার | ০১টি | - |
| ২১. | ফটোকপিয়ার অপারেটর | ০১টি | - |
| ২২. | ক্যাশ সরকার | ০১টি | - |
| ২৩. | দপ্তরী | ০১টি | ০১টি |
| ২৪. | অফিস সহায়ক | ৩০টি | ২২টি |
| | মোট | ১৫৭টি | ১০৯টি |

অধ্যায়

২

# শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

### কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়েছে। এ তহবিল থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন দুর্ঘটনা ও স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে ১,৬৯৬ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ৩৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ৫,৩০৬ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ১,৪৬৭ জন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আর্থিক সহয়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি পরিশোধ বাবদ ১০টি কারখানার শ্রমিকদের ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৭২ টাকা প্রদান এবং অগ্নিদূর্ঘটনার জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানের ১৩জন শ্রমিকে মোট ৩ কোট ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

### বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ তহবিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্মরত ৭,৭১২ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৪২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত ১৭৭ জন শ্রমিকের পরিবারকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক সন্তানের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ২৬১ জনকে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮,১৫০ জনকে ৪৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দেশের গরিব/দুঃস্থ শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের কল্যাণ সাধনে এ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

### শ্রমিকের আর্থিক সুরক্ষা

রপ্তানীমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সাময়িক বা দীর্ঘ মেয়াদি কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা

প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে এ পর্যন্ত কর্মহীন ৯,৯৬৫ জন শ্রমিককে সর্বমোট ৯ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীদের হার প্রায় ৬০%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৮ জন শ্রমিককে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## নারী শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন

নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও মাতৃত্ব-সুরক্ষাকল্পে এবং শিশুর শৈশব রঙিন ও সম্ভাবনাময় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৬৪৩০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নারায়ণগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রায় ১৫৩০ জন শ্রমজীবী মহিলার আবাসন ব্যবস্থায় বহুতল হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে। যা নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরীতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে এবং নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র দক্ষ নারী শ্রমিক তৈরীর অন্যতম নিয়ামক।নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব সুরক্ষাকল্পে ১১২দিন তথা ৪ মাসের মজুরীসহ ছুটি ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৩ মাসের বেতনের ওপর ভিত্তি করে তার মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

## ইআইএস (EIS) পাইলট প্রকল্প

কর্মক্ষেত্রে যদি কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারান অথবা কোনো শ্রমিকের অনাকাংখিত মৃত্যু ঘটে সে সকল ক্ষেত্রে আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ইআইএস পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা লাঘব করতে সহায়তা করবে। তাই শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের শ্রমিকদের আঘাতজনিত অক্ষমতা ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অক্ষম শ্রমিক ও মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে সহয়তা প্রদানের জন্য পোশাক খাতের ব্র্যান্ড মালিকদের আর্থিক অনুদানে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে ইআইএস পাইলট প্রতিষ্ঠা করেছে।

২০২২ সালের ২১ জুন ইআইএস পাইলট প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত আনুমানিক ৪০ লক্ষ পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে আনাকাঙ্ক্ষি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন বা মৃত্যুবরণ করেন তারা এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। প্রসঙ্গগত 'ইআইএস পাইলট' একটি পাইলট প্রকল্প এবং প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের মেয়াদ হলো যাত্রা শুরু থেকে তিন বছর। এর মেয়াদ পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

অধ্যায়

৩

# শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম

## ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন

এসডিজি (Sustainable Development Goals)-এর একটি লক্ষমাত্রা হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে শিশুদের জন্য ৪৩টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমের তালিকা হালনাগাদ করে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এসব কাজে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সকল শিল্পে এখনো শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসনের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' সম্পন্ন করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি-তে ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলনে একটি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

■ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির আলোকে National Plan of Action (NPA) বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের এ পর্যন্ত ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮টি বিভাগে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের ৬৬টি সভা এবং ৬৪টি জেলায় জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ১৭৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিও গঠিত হয়েছে।

## শ্রম পরিদর্শন

দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩১৯ এর ক্ষমতাবলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মাঠপর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪ জেলার কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নে এ পরিদর্শন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) এবং অঘোষিত (unannounced) দুইভাবেই করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৭,৮২৬টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

## পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

| সময়কাল | পরিদর্শন (সংখ্যা) | | | | মোট পরিদর্শন |
|---|---|---|---|---|---|
| | গার্মেন্টস | দোকান | প্রতিষ্ঠান | অন্যান্য কারখানা | |
| ২০২২-২০২৩ | ৩৩৮৯ | ১৫১২৪ | ৯৮৪৮ | ১৯৪৬৫ | ৪৭৮২৬ |

## প্রসূতি কল্যাণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকগণের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১৬,৮০৫ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৭৫,১২,৬১,৪৩০ (পঁচাত্তর কোটি বারো লক্ষ একষাট্টি হাজার চারশত ত্রিশ) টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

**২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য**

| ক্রমিক | মাস | শ্রমিকের সংখ্যা (জন) | অর্থের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | জুলাই, ২০২২ | ৫২২ | ২,২২,৯৬,০২৩ |
| ২ | আগস্ট, ২০২২ | ১১৮৯ | ৪,৩৮,৮১,৮৩৫ |
| ৩ | সেপ্টেম্বর, ২০২২ | ৭০৮ | ১১,৪৭,৯০,১৬২ |
| ৪ | অক্টোবর, ২০২২ | ৬৯৪ | ৯,১০,৪০,৬০১ |
| ৫ | নভেম্বর, ২০২২ | ১৩৫৬ | ৯,৪৮,৬৪,২০১ |
| ৬ | ডিসেম্বর, ২০২২ | ১২২৬ | ৪,৮৭,৮৭,২৪৯ |
| ৭ | জানুয়ারি, ২০২৩ | ২৩৮০ | ৭,৭৩,৬৮,৮৩৩ |
| ৮ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ৩৩৪২ | ১০,৬৭,৬২,৯৪২ |
| ৯ | মার্চ, ২০২৩ | ১৫৪৯ | ৫,৩৩,১৪,৭৮৬ |
| ১০ | এপ্রিল, ২০২৩ | ১১০০ | ২,৮৬,৭৪,৯২০ |
| ১১ | মে, ২০২৩ | ১৫৩৭ | ৩,৬১,৯৪,০৯২ |
| ১২ | জুন, ২০২৩ | ১২০২ | ৩,৩২,৮৫,৭৮৬ |
| | মোট | ১৬৮০৫ | ৭৫,১২,৬১,৪৩০ |

উৎস: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২০২৩

## কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনায় শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## দুর্ঘটনাজনিত ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

| সময়কাল | মোট দুর্ঘটনা (সংখ্যা) | মোট আহত (জন) | মোট নিহত (জন) | ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| ২০২২-২০২৩ | ৩৮ | ৬১ | ৫৭ | ২,৩২,৯৫,২৫২ |

## দিবাযত্ন কেন্দ্র

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কর্মরত নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

## দিবাযত্ন কেন্দ্র ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

| সময়কাল | স্থাপিত মোট ডে-কেয়ার (সংখ্যা) | অনুষ্ঠিত সভা (সংখ্যা) |
|---|---|---|
| ২০২২-২০২৩ | ৩১৮ | ৩৮৯ |

## ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৪০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৯ এর উপ-ধারা (৬) মোতাবেক ০৫ বছর অন্তর অন্তর ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করতে পারে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের আওতায় একাধিকবার ৪৩ (তেতালিশ)টি শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের যথাযথ মূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে আরও ১৪ (চৌদ্দ)টি নতুন শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ন্যূনতম মজুরি হার পুন:নির্ধারণের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন আরও ২৩টি শিল্প সেক্টরের মজুরি হার পুন:নির্ধারণ এবং ১৪ (চৌদ্দ)টি নতুন শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সরকার দেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হার ১,৬৬২.৫০ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ৮,০০০ টাকায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কলকারখানা সমূহে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি হার ৪,১৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮৩০০ টাকায় উন্নীত করেছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুন:নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যে সকল শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ সম্পন্ন করা হয়েছে; তার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | শিল্প সেক্টরের নাম | গেজেট প্রকাশের তারিখ | বর্তমানে সর্বনিম্ন মজুরি | পূর্ববর্তী সালের ন্যূনতম মজুরি | মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | প্রিন্টিং প্রেস | ১৪ জুলাই ২০২২ | ৮৯০০ | ৪৪৫০ | ১০০ |
| ২. | চিংড়ি শিল্প সেক্টর | ৪ আগস্ট ২০২২ | ৬৭০০ | ৪৪১৯ | ৫১.৬২ |
| ৩. | মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৮ নভেম্বর ২০২২ | ১০৫২০ | ৫২০০ | ১০২ |
| ৪. | ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ | ৮০০০ | ৪৩৮০ | ৪৩ |
| ৫. | রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ | ১২৯১০ | ৪৯৫০ | ১৬১ |
| ৬. | বিড়ি শিল্প সেক্টর | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৬৭৬০ | ৪৩৫৫ | ৫৫ |
| ৭. | হোমিওপ্যাথ কারখানা | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১১৫০০ | ৫২০১ | ১২১ |

## বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা প্রবর্তন

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৯৯ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯৭ টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করা হয়েছে।

## সেইফটি কমিটি গঠন

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার নির্দেশনা মোতাবেক কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৭৮০টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরী পোশাক শিল্প (আরএমজি) কারখানাগুলোতে ৩৮১৯টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ২৯২০টি সর্বমোট ৬৭৩৯টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর একটি শ্রমিকবান্ধব সেবা হচ্ছে 'ডাইফ হেল্পলাইন'। টোল ফ্রি নম্বর ১৬৩৫৭ এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিনামূল্যে শ্রম বিষয়ক অভিযোগ দাখিল এবং শ্রম সম্পর্কিত আইনগত পরামর্শের জন্য 'ডাইফ হেল্পলাইন' সেবা প্রদান করে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, এ হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হেল্পলাইনের মাধ্যমে মোট ১৩০৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ১২১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

## হেল্পলাইনে অভিযোগের ধরন:

১. বেতন/মজুরি পাওনাদি; ২. প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা; ৩. অন্যায়ভাবে বরখাস্ত ৪. সার্ভিস বেনিফিট; ৫. সেইফটি সংক্রান্ত; ৬. কর্মক্ষেত্রে বিরোধ; ৭. কর্মঘণ্টা ও ছুটি; ৮. এছাড়াও শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য অভিযোগ।

হেল্পলাইনে অভিযোগ বিষয়ক কর্ম সম্পাদনরত শ্রম পরিদর্শকগণ

## LIMA Apps- এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান ও দোকানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইনের বাস্তবায়ন, শিশুশ্রম নিরসন, কারখানার লে-আউট প্লান অনুমোদন, লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিবিধি অনুমোদন, শ্রমিকগণের চাকুরি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ প্রভৃতি বিষয়ে অন্যতম। এছাড়াও উক্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক সেবা সহজতর করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর একটি কর্মসূচির অধীনে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যে সরকারের আর্থিক সহায়তায় Labour Inspection Management Application (LIMA) নামক একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রবর্তন করা হয়েছে। পরবর্তীতে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা GIZ এর আর্থিক সহায়তায় অ্যাপ্লিকেশনটির একটি উন্নত সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় যা ১লা জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে নাগরিক ও দাপ্তরিক উভয় প্রকার সেবা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, লিমা (https://lima.dife.gov.bd) গত ৬ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এবং জানুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ থেকে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে লিমার ৫টি মডিউল রয়েছে- ১. কারখানা প্রতিষ্ঠান তথ্য ভান্ডার ২. শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা ৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ৪. ডাইফ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ৫. রিমেডিয়েশন ট্র্যাকিং। এছাড়া লিমা ব্যবহার করে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়:

১. প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা, ২. মাসিক/মেয়াদী রাজস্ব, ৩. লাইসেন্স প্রদান ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ, ৪. প্রসূতি সুবিধা, ৫. গ্রহণকারীদের রেজিস্টার, ৬. বিস্তারিত পরিদর্শন, ৭. কমপ্লায়েন্স বিষয় ভিত্তিক পরিদর্শন (সারসংক্ষেপ), ৮. নোটিশ, ৯. মামলার রেকর্ড, ১০. মাসিক পরিদর্শন অবস্থা, ১১. নিয়মমাফিক অভিযোগ এবং প্রতিবেদন, ১২. গণশুনানী সারসংক্ষেপ, ১৩. সেইফটি কমিটি, ১৪. দুর্ঘটনার নোটিশ প্রেরণের প্রতিবেদন, ১৫. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত, ১৬. ব্যাধি ও ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন এবং ১৭. পার্সোনাল ডাটা শীট ইত্যাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লিমা ব্যবহার করে ২৪,৮১০টি কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ১৯, ৪৫১টি এবং বিশেষ পরিদর্শন ৫,৩৫৯টি। এছাড়াও ৫১০৭টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্স প্রদান, ১৫৪৯টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন, ৭৩১৩টি লাইসেন্স নবায়ন প্রদান এবং ৬০৮টি অভিযোগ লিমার মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

## শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা:

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সংশিষ্ট আইন, নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়নসহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং শ্রম আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়াদি, সালিশী কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখভাল করা হয়। সমগ্র দেশে বিস্তৃত ১৩টি শ্রম আদালত এবং একটি শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্তদাবী, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের আইনী প্রতিকার পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। ন্যূনতম মজুরী বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সেক্টরে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করার মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সুসংহত ভূমিকা পালনসহ যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অধ্যায়

৪

# পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MOLE) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ:

### ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

"ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনে অবদান রাখাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটির জুন ২০২৩ পর্যন্ত RADP বরাদ্দ ২২৫০০.০০ যার বিপরীতে উক্ত অর্থবছরে ১৯১২৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় ও ১৮৯৮৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৯.২৬%। প্রকল্পটির জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ২৪৬৫৩.৪১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬৬%। অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে ফিরিয়ে আনা হবে। প্রকল্পটির আওতায় ঝুঁকিপূর্ন শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ০৬ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৪ মাসব্যাপী নির্বাচিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

### শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি

২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় শিশুশ্রম নিরসনের একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি জুন ২০২৩ এ সম্পন্ন করেছে। এ ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত কোটি) টাকা ব্যয়ে "শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন" শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততায় ন্যাশনাল প্ল্যান অফ একশন (NPA) প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক ০১ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প

শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে দক্ষ শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে চাহিদার আলোকে শ্রমশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে শোভন কর্মসংস্থানে সহায়তা, উদ্যোক্তা তৈরি ও জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির আলোকে প্রশিক্ষক তৈরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯০৫.০৪ লক্ষ (জিওবি ৩৯০৫.০৪ এবং সংস্থা ১০০০) টাকা। প্রকল্পটির মোট ৮০% জিওবি ও ২০% ইউসেফ কর্তৃক অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি তে অর্থ বরাদ্দের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ১৩টি জেলায় নতুন উপ-মহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) অফিস নির্মাণ; ০৬ টি জেলায় ডিআইজি অফিস উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৭৯১.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১৮২৭.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ১৭৯৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৮.৩৭%। প্রকল্পটির জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৪৬৯.৭১ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির আওতায় ০২টি জেলা কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ০৪টি জেলা কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারনের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ০২টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

## বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) প্রকল্প

প্রকল্পটি মে ২০২২ হতে ৩১ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষ শ্রম শক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৬৭.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৪১৬.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় এবং ৪১৬.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৯.৯২%। প্রকল্পের সফটওয়ার ডিজাইন অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জব পোর্টালের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রমিক/সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

## জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৩৪৪.৫২ লক্ষ টাকা।

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৮নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের SDG ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং SDG Tracker-এ ডাটা প্রদানকারী এবং ডাটা অনুমোদনকারী কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ন্যায় আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় তিন সদস্য বিশিষ্ট এসডিজি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ন্যায় আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় নিজ নিজ ওয়েবসাইটে এসডিজি কর্নার সন্নিবেশ করা হয়েছে।

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ এবং অর্জনে গৃহিত পদক্ষেপ:

| লক্ষ্যমাত্রা | সূচক | অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ |
|---|---|---|
| ৮.৫: ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্জন এবং সমপরিমাণ/ সমমর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা | ৮.৫.১ : পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভেদে, নারী ও পুরুষ কর্মীর ঘন্টা প্রতি গড় উপার্জন | বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নূন্যতম মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। লিঙ্গ বৈষম্য পরিহার করে মালিক পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। |

| লক্ষ্যমাত্রা | সূচক | অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ |
|---|---|---|
| | ৮.৫.২ : পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভেদে, বেকারত্বের হার | পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিভেদে বেকারত্বের হার হ্রাস করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বেকারত্বের হার হ্রাস করার কার্যক্রম গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো | ৮.৭.১ : লিঙ্গ ও বয়স ভেদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা | ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন'-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯০ হাজার জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।<br>এছাড়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। |
| ৮.৮: প্রবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে প্রবাসী মহিলা ও নিশ্চয়তাহীন কাজে নিয়োজিত এমন শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ প্রদান ও শ্রম অধিকার সংরক্ষণ | ৮.৮.১: লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থা ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার | লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থা ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে। প্রতি বছর এ সংক্রান্ত ডাটা এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড ও হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। ২০২১ সালের ডাটা আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন ডাটা আপলোড করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| | ৮.৮.২: লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থা ভেদে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী ও জাতীয় বিধি-বিধানের ভিত্তিতে শ্রম অধিকার (সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির স্বাধীনতা) সংশ্লিষ্ট প্রমিত মান অনুসরণের মাত্রা | লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থা ভেদে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী ও জাতীয় বিধি-বিধানের ভিত্তিতে শ্রম অধিকার (সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির স্বাধীনতা) সংশ্লিষ্ট প্রমিত মান অনুসরণের মাত্রা নির্ণয় করতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বর্ণিত সূচক দুটি বাস্তবায়ন ও এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা আপলোড করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। |

অধ্যায়

৫

# সুশাসন ও জবাবদিহিতা

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণীত করা হয়েছে। এ চুক্তিতে মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে ৩০-০৬-২০২২ তারিখ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুরূপভাবে ০৩-০৭-২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

## জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ডে শুদ্ধাচার প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব নৈতিকতা কমিটির সভাপতি। উক্ত কমিটি নিবিড়ভাবে এসংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। শুদ্ধাচার চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব আবু হাসনাত মো: মঈনউদ্দিন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার জনাব এ এস এম মেহরাব হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব গোপাল চন্দ্র রায়, অফিস সহায়ক জনাব আব্দুস সামাদ শিকদার এবং আওতাধীন নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব লিয়াকত আলী মোল্লা- কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

## সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি, যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুত সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। সিটিজেন চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন্স চার্টার নিয়মিত হালনাগাদসহ ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্যাদি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

## অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধ। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তি প্রসার। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) বাস্তবায়নের নিমিত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপিল কর্মকর্তা ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা'র (অনিক) তথ্যাবলী সন্নিবেশ করা রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের ৯২.০৫ শতাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

## তথ্য অধিকার

তথ্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার যা আমাদের সংবিধানের ৭ ও ৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করে। আইনটি জনগণের ক্ষমতায়নে মাইলফলক।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য প্রাদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্যাবলী (নাম, মোবাইল, ইমেইল) এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমস সন্নিবেশ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় তহবিল এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

অধ্যায়

৬

# স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ জ্ঞানভিত্তিক উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার অগ্রযাত্রায় অংশীজন হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি ও স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবাসমূহ কার্যকর ভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

## স্মার্ট শ্রমিক ব্যবস্থাপনা

- **বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS)**

ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক "বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS)" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন এর ধারা ৫ অনুযায়ী নিয়োগকর্তাকে প্রতিটি শ্রমিকের কর্মসংস্থানের জন্য নিয়োগপত্র সরবরাহ করা এবং কর্মীকে বিনামূল্যে আইডি কার্ড প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ধারা ৬ অনুযায়ী নিয়োগকর্তাদের নিয়োগকৃত প্রতিটি শ্রমিকের জন্য পরিষেবা বই সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এই পরিষেবা বইটি শ্রমিকদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং পূর্ববর্তী যেকোন পরিষেবা বই তাদের নিয়োগের পূর্বেই নিয়োগকর্তাকে হস্তান্তর করতে হবে। চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের আইডি কার্ড ও কর্মী পরিষেবা বই ডিজিটালাইজড করা হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

- শ্রমিক ও মালিক/প্রতিষ্ঠনের ডাটাবেস প্রস্তুত, উন্নয়ন ও হালনাগাদ করা প্রকল্প সময়ের মধ্যে ৫,০০০ প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ এবং লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা, এডমিন প্যানেল ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- শ্রমিকদের শ্রমিক সনাক্তকরণ নাম্বার (LIN) ও কর্মী পরিষেবা বইটি (worker service book) ডিজিটালাইজডকরণ প্রকল্প সময়ের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক (টি গার্ডেন, গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যাল, ট্যানারী ইন্ডাস্ট্রিজ, জাহাজ ভাংগা) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর এ কর্মরত ৩,০০,০০০ জন শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ, কর্মী পরিষেবা বই (worker service book) ডিজিটালাইজড করণ, লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করণ ও শ্রমিক সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান ও পরিচয় পত্র (ID card) বিতরণ করা;
- শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সরকারি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রমিক / সুবিধাভোগী চিহ্নিত করণ।

- **অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন**

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতাধীন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী থেকে মাইগভ প্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

- **শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম**

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইন ও ম্যানুয়ালি প্রদান করা হচ্ছে। কোভিডের কারনে রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম এমআইএস্ এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

## স্মার্ট শ্রম পরিদর্শন

- **লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) সিস্টেম**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করার জন্য "লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপিকেশন (LIMA)" চালু করা হয়েছে। এটি একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ যেমন: পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, শ্রমিক / মালিকদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, সেবা প্রার্থীরা অনলাইন এর মাধ্যমে তাদের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লেআউট অনুমোদন, লাইসেন্স ও নবায়নের জন্য আবেদন, ফি প্রদান করে নিজস্থান থেকেই লাইসেন্স পাচ্ছেন। সেইসাথে কলকারখানা ও সেইফটি কমিটির এবং দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ও লিমাতে দাখিল করতে পারছেন। ফলে সেবা সহজীকরণের পাশাপাশি সেবা গ্রহিতাদের দ্রুত সেবা প্রদান এবং দেশের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি হ্রাসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন সম্ভব হবে।

- **কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এবং এনালাইসিস সিস্টেম**

দেশের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি হ্রাসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হলে দেশের শিল্প কারখানায় শ্রম পরিবেশ উন্নত হবে, দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে, বিদেশী বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাড়বে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। ইতিমধ্যে এ সিস্টেমের মাধ্যমে ফেজ-১ এ মোট ৫২০৬ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম এ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এ সিস্টেমকে নিজস্ব সার্ভার এর পাশাপাশি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারেও হোস্টিং করা হচ্ছে। এনালাইসিস টুলসকে নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। ওয়েব প্লাটফর্মের পাশাপাশি মোবাইল এ্যাপস্ সমূহ (অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস) ডেভেলপ করা হচ্ছে।

## স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা

- **কেস মেনেজম্যান্ট সিস্টেম (CMS)**

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ ও শ্রম আদালতে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার মামলাসমূহ কেস মেনেজম্যান্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে। এর ফলে মামলা ব্যবস্থাপনায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- **টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম**

মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণের উদ্দেশ্যে এ সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া এ সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ সহজে ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন।

- **পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

এ সফটওয়্যারটি তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য, যোগদান, বদলি, প্রশিক্ষণ, ছুটির হিসাব, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

- **রিকুইজিশন এন্ড ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**

সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সকল রিকুইজিশন সমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করছেন। পূর্বে বিভিন্ন শাখা থেকে চাহিদাপত্র বারবার প্রিন্টিং এর ফলে অর্থের অপচয় হতো এবং দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটতো। এছাড়া এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে জানা এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

- **মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন** myGov

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারের সেবাসমূহ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় মাইগভ (একসেবা) প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর / সংস্থার ৭২ টি সার্ভিস মাইগভ প্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজ করে সহজীকরণ করা হয়েছে।

- **স্থাবর সম্পত্তির ডাটাবেজ এবং মনিটরিং সিস্টেম**

এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তির একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

- **ই-নথি কার্যক্রম পরিচালনা** নথি

সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থের অনেক সাশ্রয় হচ্ছে।

- **ওয়েবসাইট ও প্রযুক্তির ব্যবহার**

এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট বাংলা (শ্রকম.বাংলা) ও ইংরেজি (www.mole.gov.bd) ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে সেবা গ্রহীতাগণ সহজে যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে এ মন্ত্রণালয় সংশিষ্ট তথ্য ও সেবা গ্রহন করতে পারছেন।

- **ইনোভেশন কার্যক্রম**

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন প্রতিটি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অধ্যায়

৭

# জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

## বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী পালন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৩ তম জন্ম-বার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি এর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

## বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালন:

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া

## জাতীয় শোক দিবস, ১৫ আগস্ট ২০২২

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে ৩২নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ২২ আগস্ট ২০২২ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়ে শ্রমভবনে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্ফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্ফিলে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী। জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাসব্যাপী মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কালো ব্যাচ ধারণ করেন। ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে ৩২নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্ফিল।

## শেখ রাসেল দিবস, ১৮ অক্টোবর ২০২২

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সরকার ঘোষিত ১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ "শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক" প্রতিপাদ্যে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের সম্মুখে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। তাছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেল দিবস উদযাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের অফিস এবং আশপাশের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ একটি সরকারি শিশু পরিবারের এতিম ও দুস্থ শিশুদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

## মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২

২০২২ সালে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ সম্মিলিতভাবে শ্রম অধিদপ্তরের সভাকক্ষে মহান বিজয় দিবস বিষয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী।

## শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

## জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ ২০২৩

১৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭-০৩-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরসমূহ সমন্বিতভাবে শ্রম ভবন, ১৯৬, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণীতে আলোকসজ্জা, একটি মনোরম পরিবেশে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিরপুর ও তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারের এতিম ও দুস্থ শিশুদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

১৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন

## জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২৮ এপ্রিল ২০২৩

প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, দেশের বহুল প্রচারিত বিভিন্ন বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, চত্তর সজ্জিত করা হয় এবং দিবসটি উদযাপনের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ধারণ করা হয়। বিটিআরসি'র সহায়তায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩ এর প্রতিপাদ্য "নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ" মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ২৮ এপ্রিল ২০২৩ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের ২০২৩ সালের প্রতিপাদ্যটি বার্তা আকারে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন এর স্ক্রলে প্রদর্শন করা হয়। সচেতনতামূলক ভিডিও প্রস্তুত এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়। গাজীপুর শিল্পঘন অঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের উদ্যোগে সচেতনতামূলক র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩ এর আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন মাননীয় আইন মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী

## মহান মে দিবস, ১ মে ২০২৩

মে দিবসের ইতিহাস অধিকার হারা মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এ দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংহতির এক ঐতিহাসিক দিন। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমজীবী মানুষের আট ঘন্টা শ্রম, আট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘন্টা বিনোদনের অধকিার আদায়ের জন্য সেই দিন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দের জীবনদানের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ পেয়েছিল ১লা মে স্বীকৃতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আজীবন শ্রমিক-কৃষক-মহেনতি মানুষের অধিকার আদায়ের অগ্রপথিক। তাঁর সমগ্র জীবনর্দশনে শ্রমিক, খেটে-খাওয়া গণমানুষের কল্যাণ ও ভাগ্যোন্নয়ন করার অন্যতম উদ্দশ্য ছিল। তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম ১লা মে 'মহান মে দিবস' কে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটির মর্যাদা দান করেন।

মেহনতি মানুষের ন্যায়সঙ্গক আদায়ে আত্মহুতি দানকারী শ্রমিকদের স্মরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিবছর ১ মে 'মহান মে দিবস' উদযাপন করে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সরকার- মালিক-শ্রমিকের মাঝে এক অনবদ্য সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটিকে অর্থবহ করে তুলতে 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি' এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে মহান মে দিবস, ২০২৩ এর স্মরণিকা প্রকাশ; বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য সম্বলিত বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ১ মে ২০২৩ তারিখ মে দিবস উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৮ মে ২০২৩ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার উক্ত আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেব অংশগ্রহণ করেন। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

মহান মে দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে অসহায় শ্রমিকদের চেক হস্তান্তর করেন মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম পি এবং সচিব জনাব এহছানে এলাহী

## বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ১২ জুন ২০২৩

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১২ জুন ২০২৩ তারিখ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ করি'। দিবসটি উপলক্ষ্যে সারাদেশে পোস্টার ছাপানো ও বিতরণ, টিভি টকশো, র‍্যালী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, রোডশো, গোল টেবিল বৈঠক, ফেইসবুক লাইভ, পিএসএ ও টিভিসি বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে প্রচার, বিভিন্ন স্থানে ব্যানার-ফেস্টুন স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায়

৮

# আইন, বিধি ও নীতিমালা

## ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা

১. ইংরেজি ভাষায় প্রণীত "The Essential Services (Maintenance) Act, 1952" এবং "The Essential Services (Second) Ordinance 1958" রহিত করে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের লক্ষ্যে অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২৩ বিল আকারে গত ৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিলটি বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে রয়েছে;

২. বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত, ২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে;

৩. জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে;

৪. রপ্তানীমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে।

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার তালিকা নিম্নরূপ:

(ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
(খ) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩
(গ) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮
[বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর কার্যক্রম চলমান]
(ঘ) শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত, ২০২২
(ঙ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)
(চ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০
(ছ) জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২ (জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২ পুনর্মূল্যায়ন এর কার্যক্রম চলমান)
(জ) শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০
(ঝ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১২
(ঞ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১
(ট) ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০০৫
(ঠ) ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২
(ড) গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫
(ঢ) গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা,২০২০
(ণ) রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত, ২০২২)
(ত) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২

অধ্যায়

৯

# কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন

শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিকের কল্যাণ ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম করণীয় হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন, কর্মসংস্থান সেবা দান এবং কর্মসংস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি অধিদপ্তর গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত অধিদপ্তর গঠনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবা প্রদান সম্ভব হবেঃ

(ক) কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের উপায় নির্ধারণ এবং প্রয়োগের মাধ্যমে সেবা দান;

(খ) কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি এবং নিয়োগ কর্তৃপক্ষ/কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টিকারী কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা;

(গ) বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) কর্ম প্রত্যাশী ও কর্মসংস্থানকারীদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে কর্মে নিযুক্ত করার বিষয়ে তথ্য সহায়তা প্রদান;

(ঙ) কর্মসংস্থান বিষয়ে নীতি নির্ধারণ;

(চ) কর্ম প্রত্যাশীদের দক্ষ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

(ছ) দেশে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের ওয়ার্ক পারমিট, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম;

(জ) নৃ-গোষ্ঠি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও বিভিন্ন উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জনগোষ্ঠিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা;

(ঝ) কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি; এবং

(ঞ) কর্মসংস্থান সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিবিধ কাজ।

## জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালা:

আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের শ্রম বাজারে কর্মসংস্থান এবং চ্যালেঞ্জ শীর্ষক একটি কর্মশালা ২২ জুন ২০২৩ তারিখ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

অধ্যায়

১০

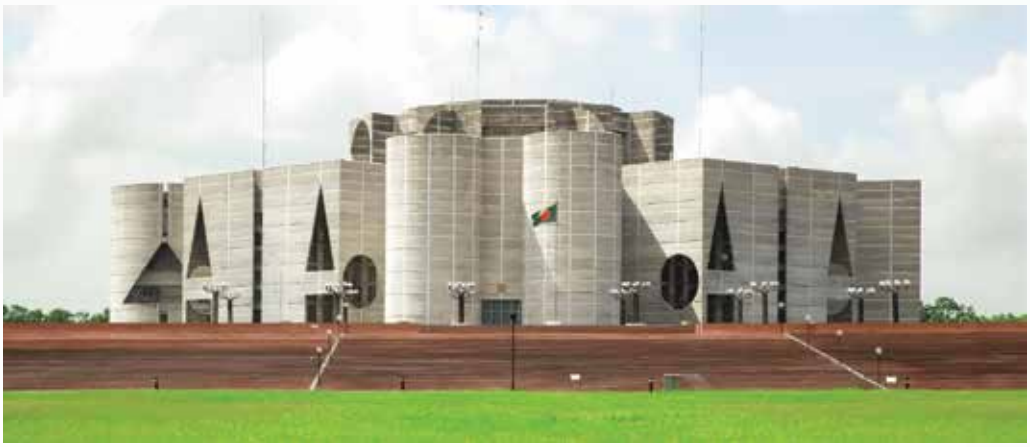

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

| ক্র. নং | মাননীয় সদস্যগণের নাম | নির্বাচনী এলাকা | পদবি |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব মোঃ মুজিবুল হক | ১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩ | সভাপতি |
| ২. | বেগম মন্নুজান সুফিয়ান | ১০১ খুলনা-৩ | সদস্য |
| ৩. | জনাব শাজাহান খান | ২১৯ মাদারিপুর-২ | সদস্য |
| ৪. | জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম | ১৭৫ ঢাকা-২ | সদস্য |
| ৫. | জনাব শামীম ওসমান | ২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪ | সদস্য |
| ৬. | জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী | ২৯১ চট্টগ্রাম-১৪ | সদস্য |
| ৭. | জনাব মানু মজুমদার | ১৫৭ নেত্রকোনা-১ | সদস্য |
| ৮. | জনাব মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন | ১৯৬ গাজীপুর-৩ | সদস্য |
| ৯. | বেগম শামসুন নাহার | ৩১৩ মহিলা আসন-১৩ | সদস্য |
| ১০. | জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (হেলাল) | ৫১ নওগাঁ-৬ | সদস্য |

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৯তম থেকে ২৫তম পর্যন্ত মোট ০৭ (সাত) টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অধ্যায়

১১

# আইএলও এর সাথে বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষরিত ৩৬টি কনভেনশনের তালিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সনের ২২ জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। একই দিনে বাংলাদেশ আইএলও'র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ ২৯টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন করে। এটি একটি বিরল ঘটনা এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য স্বীকৃতি। সর্বপ্রথম ০৭-২৭ জুন, ১৯৭২ সময়ে অনুষ্ঠিত ৫৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ত্রিপক্ষীয় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। জাতির পিতার ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯৭৩ সনের ২৫ জুন ঢাকায় আইএলও'র অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইএলও'র কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্য পদ লাভ করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮, ২০০১ ও ২০২২ সালে আরো ৩টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। বাংলাদেশ এ যাবৎ আইএলও'র ১০টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে ৮টিসহ ৩৬টি কনভেনশন ও ১টি প্রটোকল অনুসমর্থন করেছে। নিম্নে বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশনসমূহ:

| Conv. No. | Subjects | Date of Ratification |
|---|---|---|
| A | Fundamental Conventions: | |
| 29. | Forced Labour Convention, 1930 | 22.06.1972 |
| 105. | Abolition of Forced Labour Convention , 1957 | 22.06.1972 |
| 87. | Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention , 1948 | 22.06.1972 |
| 98. | Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949. | 22.06.1972 |
| 100. | Equal Remuneration Convention , 1951 | 28.01.1998 |
| 111. | Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 | 22.06.1972 |
| 182. | Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 | 12.03.2001 |
| 138. | Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) | 22.03.2022 |

| Conv. No. | Subjects | Date Ratification |
|---|---|---|
| B | **Governance Convention:** | |
| 81. | Labour Inspection Convention, 1947. | 22.06.1972 |
| 144. | Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976. | 17.04.1979 |
| C | **Technical Conventions:** | |
| 1. | Hours of works (Industry) Convention, 1919 | 22.06.1972 |
| 4. | Night Work(Women) Convention, 1919 | 22.06.1972 |
| 6. | Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 | 22.06.1972 |
| 11. | Right of Association (Agriculture) Convention,1921 | 22.06.1972 |
| 14. | Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 | 22.06.1972 |
| 15. | Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 | 22.06.1972 |
| 16. | Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 | 22.06.1972 |
| 18. | Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 | 22.06.1972 |
| 19. | Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 | 22.06.1972 |
| 21. | Inspection of Emigrants Convention, 1926 | 22.06.1972 |
| 22. | Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 | 22.06.1972 |
| 27. | Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 | 22.06.1972 |
| 32. | Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 | 22.06.1972 |
| 45. | Underground work (women) Convention, 1935 | 22.06.1972 |
| 59. | Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937 | 22.06.1972 |
| 80. | Final Articles Revision Convention, 1946. | 22.06.1972 |
| 89. | Night Work(Women) convention (revised) 1948. | 22.06.1972 |
| 90. | Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948. | 22.06.1972 |
| 96. | Fee-charging Employment Agencies Convention (revised) 1949 | 22.06.1972 |
| 106. | Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957. | 22.06.1972 |
| 107. | Indigenous & Tribal Population Convention, 1957. | 22.06.1972 |
| 116. | Final Articles Revision Convention, 1961 | 22.06.1972 |
| 118. | Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 | 22.06.1972 |
| 149. | Nursing Personnel Convention, 1977. | 17.04.1979 |
| 185 | Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 | 28.04.2014 |
| 186 | MLC-Maritime Labour Convention, 2006 | 06.11.2014 |
| P29 | **Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Adopted in 2014)** | 20.01.2022 |

অধ্যায়

১২

# ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত সেক্টরের তালিকা

| ক্রমিক নম্বর | পেশার ধরন বা ক্ষেত্র |
|---|---|
| ১। | এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি। |
| ২। | অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এর কাজ। |
| ৩। | ব্যাটারি রি-চার্জিং। |
| ৪। | বিড়ি ও সিগারেট তৈরি। |
| ৫। | ইট বা পাথর ভাঙ্গা। |
| ৬। | ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিনে কাজ। |
| ৭। | কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য তৈরি। |
| ৮। | ম্যাচ তৈরি। |
| ৯। | প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি। |
| ১০। | লবণ শোধন। |
| ১১। | সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরি। |
| ১২। | স্টিল ফার্নিচার, গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রংকরণ। |
| ১৩। | চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী। |
| ১৪। | ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নারে কাজ। |
| ১৫। | কাপড়ের রং ও ব্লিচকরণ। |
| ১৬। | জাহাজ ভাঙার কাজ। |
| ১৭। | চামড়ার জুতা তৈরি। |
| ১৮। | ভলকানাইজিং এর কাজ। |

| ক্রমিক নম্বর | পেশার ধরন বা ক্ষেত্র |
|---|---|
| ১৯। | মেটালের কাজ। |
| ২০। | জিআই শিট, চুনাপাথর বা চক সামগ্রী তৈরি। |
| ২১। | স্পিরিট ও এলকোহল প্রক্রিয়াকরণ। |
| ২২। | জর্দা, তামাক ও কুইবাম তৈরি। |
| ২৩। | কীটনাশক তৈরি। |
| ২৪। | স্টিল, ধাতু ও লোহা তৈরি। |
| ২৫। | আতশবাজী তৈরি। |
| ২৬। | স্বর্ণালংকার বা কৃত্রিম অলংকার তৈরি। |
| ২৭। | ট্রাক, টেম্পো বা বাসে হেল্পারের কাজ। |
| ২৮। | স্টেইনলেস স্টিলের দ্রব্য তৈরি। |
| ২৯। | ববিন ফ্যাক্টরীতে কাজ। |
| ৩০। | তাঁতের কাজ। |
| ৩১। | ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ। |
| ৩২। | বিস্কুট বা বেকারি কারখানায় কাজ। |
| ৩৩। | সিরামিক কারখানায় কাজ। |
| ৩৪। | নির্মাণ কাজ। |
| ৩৫। | কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ। |
| ৩৬। | কসাই এর কাজ। |
| ৩৭। | কামারের কাজ। |
| ৩৮। | বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ। |
| ৩৯। | শুটকি উৎপাদনের কাজ। |
| ৪০। | অনানুষ্ঠানিক পথ ভিত্তিক কাজ। |
| ৪১। | ইট উৎপাদন, সংগ্রহ ও বহন বা পাথর সংগ্রহ ও বহনের কাজ। |
| ৪২। | অনানুষ্ঠানিক/স্থানীয় দর্জি এবং পোশাক খাতের কাজ। |
| ৪৩। | আবর্জনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ। |

অধ্যায়

১৩

# মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

## শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)' 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত ২০২২)' এবং শিল্প সম্পর্ক (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়) সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান, শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিবন্ধন, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিল্প পরিসংখ্যান আইন ১৯৪২ ও শিল্প পরিসংখ্যান বিধি ১৯৬১ অনুযায়ী শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। শ্রম অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ তার অধীন ৫২টি দপ্তরে ৯২১জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে। এ অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হলো মহাপরিচালক যিনি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রম সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।.

### রূপকল্প (Vision):

শ্রমিক মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

### অভিলক্ষ্য (Mission):

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্কে বজায় রাখা এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

## কার্যাবলী

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটি গঠন ও তার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণত;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- অসৎ শ্রম আচরণের (শ্রমিক / মালিক কর্তৃক উত্থাপিত) অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি/ কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শিল্প সম্পর্কে শিক্ষায়তনসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ০৪ (চার) সপ্তাহ ব্যাপী "শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স" ও ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী "শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স" ও ১ দিন ব্যাপী "আউট সোর্সিং প্রশিক্ষণ কোর্স"-সহ শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও শ্রম প্রশাসনসহ যুগোপযোগী আইন ও বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- ১৯৯২ সনের অভ্যন্তরীণ নৌ-যান শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা এবং নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা;
- ১৯৪২ সনের শিল্প পরিসংখ্যান আইন ও ১৯৬১ সনের শিল্প শ্রমিক পরিসংখ্যান বিধিমালা প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা;

- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, কর্মস্থলে সহযোগীতা, শোভন কাজ, শিল্প সম্পর্ক, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা;
- আই.এল.ও. কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত বিষয়াদি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা; এবং
- রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মহীন ও দুঃস্থ শ্রমিকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

## ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রম

### নারী শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা

নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে তত্ত্বাবধানে শ্রম অধিদপ্তর এর আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ৬০৮ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কালুরঘাট, চট্টগ্রাম ৯১০ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে ০২ টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।

কালুরঘাট, চট্টগ্রাম শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল

বন্দর, নারায়ণগঞ্জ শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল

## শ্রমিকের অধিকার ও সেবামূলক কার্যক্রম

| ক্রমিক নং | সেবামূলক কার্যক্রম/ বিষয়বস্তু | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১ | ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন | ৩২৩টি |
| ০২ | সিবিএ নির্বাচন | ০৮ টি |
| ০৩ | সালিশ আবেদনের নিষ্পত্তি | ২৩ টি |
| ০৪ | অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন | ৪৪৫ টি |
| ০৫ | প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান | ৮১৭৪ জন |
| ০৬ | স্বাস্থ্য সেবা প্রদান | ১১৩১৫০ জন |
| ০৭ | পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান | ৫৭৮০৩ জন |
| ০৮ | বিনোদনমূলক সেবা প্রদান | ১২২৫৬৩ জন |

## কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রথম আইন কারখানা আইন ১৮৮১ প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত অন্যান্য শ্রম আইনেও সরেজমিন পরিদর্শনের বিধান রাখা হয়।

শ্রম প্রশাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সালে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে দুটি লেবার কমিশনার পদ এবং লেবার কমিশনারের অধীনে অতিরিক্ত লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারি লেবার কমিশনার ও লেবার অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেবার কমিশনার পদ ও এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু থাকে। ১৯৫৮ সালে লেবার কমিশনার পদবি পরিবর্তন করে শ্রম পরিচালক করা হয়।

উল্লেখ্য যে, শ্রম প্রশাসনের অংশ হিসেবে শ্রম পরিদর্শন কর্মকাণ্ড প্রথমে লেবার কমিশনার ও পরবর্তীতে শ্রম পরিচালকের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো। তবে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার অধিভুক্ত শ্রম আইনের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি আইএলও কনভেনশন-৮১ এর প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রম নীতি ও এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত ৮১ নং আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুলাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহের জন্য প্রধান পরিদর্শক পদকে পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়।

সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলের সেইফটি, স্বাস্থ্য, কল্যাণসহ আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর"-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১১৫৬ যার মধ্যে পরিদর্শকের পদ ৭১১।

অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হলো মহাপরিদর্শক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। সরকারের একজন যুগ্মসচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিক নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

## কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন নিম্নরূপ:

### রূপকল্প (Vision):

নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনমান।

### অভিলক্ষ্য (Mission):

- শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন;
- কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ; এবং
- নূন্যতম মজুরি বাস্তবায়ন।

## কার্যাবলী

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সর্বশেষ সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত, ২০২২) এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কলকারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, বন্দর, ডক, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ফি গ্রহণ;
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন;
- কারখানা নির্মাণ/প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদন ও লে-আউট নকশা অনুমোদন করা;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা,২০১৫এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান;
- অমান্যকারী মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা;
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ ও নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা;
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা;
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা;
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট বিষয়াদি যেমন শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- জাতীয় উদ্যোগের (National Initiative) আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত কারখানার সংস্কার কাজের তদারকি করা;
- আইএলও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আইএলও এর বিবিধ প্রশ্নমালার জবাব তৈরি করা;
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি প্রশাসন, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সার্ভে রিপোর্ট তৈরি সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা;
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন।

## ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রম

### গণশুনানি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনস্ত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ড় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৬০ দিন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ১১১১ জন সেবা প্রত্যাশীর ১০৮২টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

### শ্রম আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে এ মন্ত্রণালয়। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা সংশোধনের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ সত্ত্বেও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১১৪৮টি। এর মধ্য থেকে ৪৯৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

### কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ডাইফ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট ৫,৭০,৩৮,১৯০/- (পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ আটত্রিশ হাজার এক শত নব্বই) টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

### লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন এ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ১০,২০৫ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ৩১,৩৩৮ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

### আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৭৬টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৭৩টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৮৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৩৮ টাকা।

## শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালতগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আলোকে শ্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আনীত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করে থাকে। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত অথবা অতিরিক্ত বিচারকগনের মধ্য থেকে চুক্তি ভিত্তিক সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং উহার কোন সদস্য সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত অথবা অতিরিক্ত বিচারক অথবা অন্যূন তিন বছর কর্মরত আছেন বা ছিলেন এমন কোন জেলা জজগণের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণ জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজগনের মধ্য হতে প্রেষণে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। শ্রম আদালত এবং শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক কাজে রেজিষ্ট্রার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রার ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রম আদালতের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেন। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালসহ ১৩টি শ্রম আদালতে ১৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে।

## শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১৩টি আদালতের অবস্থান

| ক্রমিক নং | আদালতের নাম | অবস্থান |
|---|---|---|
| ১ | শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | ৪৩, কাকরাইল, ৪ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, ঢাকা-১০০০। |
| ২ | ১ম শ্রম আদালত, ঢাকা। | ৪, রাজউক এভেনিউ, শ্রম ভবন, ৫ম তলা, ঢাকা। |
| ৩ | ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা। | ৪, রাজউক এভেনিউ, শ্রম ভবন, ৭ম তলা, ঢাকা। |
| ৪ | ৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা। | ৪, রাজউক এভেনিউ, শ্রম ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা। |
| ৫ | ১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম। | বাড়ী নং-৮৩/১৬-এ/১ পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম। |
| ৬ | ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম। | বাড়ী নং-৮৩/১৬-এ/১ পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম। |
| ৭ | শ্রম আদালত, খুলনা। | ১৪, স্যার ইকবাল রোড ৩য় (তলা), খুলনা। |
| ৮ | শ্রম আদালত, রাজশাহী। | শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। |
| ৯ | শ্রম আদালত, সিলেট। | বাড়ী নং-৪০, রোড-১৪, ব্লক-বি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট। |
| ১০ | শ্রম আদালত, বরিশাল। | হোল্ডিং নং-০৭, বি এম টাওয়ার (৪র্থ তলা), নাজিরের পুল, বরিশাল। |
| ১১ | শ্রম আদালত, রংপুর। | প্রিন্স টাওয়ার, বাড়ি নং-৯২, হোল্ডিং নং-১০৮২৫, ওয়ার্ড নং-২০ (জজ কোর্টের পূর্ব দিকে), রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর। |
| ১২ | শ্রম আদালত, নারায়নগঞ্জ। | শাহ পরান টাওয়ার আজমেরীবাগ, ফতুলা, নারায়নগঞ্জ । |
| ১৩ | শ্রম আদালত, গাজীপুর। | রাজদিঘী টাওয়ার, উত্তর রাজদিঘীপাড়, গাজীপুর। |
| ১৪ | শ্রম আদালত, কুমিলা। | ১৪/১ মীম হাসপাতাল ভবন, শাসনগাছা, কুমিলা। |

## নিম্নতম মজুরি বোর্ড

১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সাধারণ সম্মেলনে গৃহীত কনভেনশন নং ২৬ এবং সুপারিশ নং ৩০ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে নিম্নতম মজুরী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, মালিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য, শ্রমিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দুইজন সদস্য অর্থাৎ মোট ছয় জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। সাধারনত ৫(পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

### রূপকল্প (Vision):

শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

### অভিলক্ষ্য (Mission):

শিল্প সেক্টরে কর্মরত সকল শ্রেণির শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী বোর্ড সদস্যদের ফলপ্রসূ আলোচনা ও সিদ্ধান্তক্রমে নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক সরকার বরাবর প্রেরণ।

### কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত সকল শ্রেণির শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন, কল্যাণ জোরদারকরণ ও মজুরি বৈষম্য হ্রাসকরণ।
- সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে শিল্প সেক্টরের সার্বিক অবস্থা এবং শ্রমিকের কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান যাচাই।
- দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

### কার্যাবলী:

১. শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

২. নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়ন

৩. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি প্রয়োগ।

### ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ:

নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত সেক্টরসমূহের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে:

১. মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ; ২. রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ; ৩. হোমিওপ্যাথ কারখানা; ৪. বিড়ি; এবং ৫. সিনেমা হল।

## বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব উক্ত বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম পরিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

### রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশে সকল স্তরেরপ্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারেরআর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

### অভিলক্ষ্য (Mission):

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

### কার্যাবলী:

(ক) শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
(খ) অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(গ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঘ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
(ঙ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
(চ) শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ছ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
(ঞ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা।

## বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে বছর ভিত্তিক আর্থিক সহায়তার চিত্র

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদানের তথ্য নিম্নরূপ:

| সাল | সুবিধাভোগী মোট শ্রমিক | মোট অনুদানের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ২০২২-২৩ | ৮১৫০ জন | ৪৪,৮৩,৫০,০০০/- |
| ২০২১-২২ | ২৬৪৫ জন | ১৫,৩০,৬০,০০০/- |
| ২০২০-২১ | ৩৮২৩ জন | ১৩,০৫,০৫,০০০/- |
| ২০১৯-২০ | ২২৬২ জন | ৭,৪৬,৩০,০০০/- |
| ২০১৮-১৯ | ৩৮৩০ জন | ১৫,১৫,৬০,০০০/- |
| ২০১৭-১৮ | ১৪০৭ জন | ৭,১২,৩৫,০০০/- |
| ২০১৬-১৭ | ৯২১ জন | ৫,৫৩,৬৫,০০০/- |
| ২০১৫-১৬ | ৩৭ জন | ১৪,৬৫,০০০/- |
| ২০১৪-১৫ | ৮৭ জন | ১৭,৩০,০০০/- |
| ২০১৩-১৪ | ৭০ জন | ১২,৭৮,৩৫৫/- |
| ২০১২-১৩ | ১৫৫ জন | ১,১৯,৮০,০০০/- |
| **সর্বমোট** | **২৩৩৮৭ জন** | **১১,১১,৫৮,৩৫৫/-** |

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী এর সাথে Marico Bangladesh Limited-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন- এর মহাপরিচালক ড. মোলা জালাল উদ্দিন এনডিসি-এর সাথে BSRM Group of Companies- এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি এঁর নির্দেশে চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডে নিহত স্বজনদের হাতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী

# কেন্দ্রীয় তহবিল

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২(৩) ধারা ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শতভাগ রপ্তানীমুখি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

### রূপকল্প (Vision):

শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

### অভিলক্ষ্য (Mission):

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানিমূল্যের ০.০৩% প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের রপ্তানিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল-এর সেবার আওতায় আনা।

## কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহঃ

১। শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

২। শ্রমিকের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা;

৩। শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের লেখাপড়ায় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখা।

৪। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

## কার্যাবলী:

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটিলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হইয়া স্থায়ী অক্ষমতা ঘটিলে সংশিষ্ট সুবিধাভোগী বা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে তিন লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;
- কোন সুবিধাভোগী চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ বা বাহিরে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া গেলে তিনি বা তাহার উপযুক্ত উধিকারীকে দুই লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;
- কোন সুবিধাভোগী কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া তাহার কোন অঙ্গহানি ঘটিলে যাহা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ নহে তাহা হইলে তাহাকে অনধিক এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান;
- অসুস্থ সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক অনুদান প্রদান;
- সুবিধাভোগীদের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান;
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা হিসাবে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন;
- বাংলাদেশ শ্রম আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন;
- কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে বোর্ড কর্তৃক সুবিধাভোগীদের পাওনা অর্থের সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ;
- সুবিধাভোগীদের গ্রুপ বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান; এবং
- সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালুকরন।

## কেন্দ্রীয় তহবিল হতে আর্থিক সহায়তার তথ্য:

কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তার তথ্য-

| সাল | সুবিধাভোগী মোট শ্রমিক | মোট অনুদানের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ২০২২-২৩ | ৮,৪৬৯ জন | ৫২,৫৫,১৪,০০০/- |
| ২০২১-২২ | ৩,৬৩২ জন | ৩৮,৪৬,৬৯,০০০/- |
| ২০২০-২১ | ২,৭৬৫ জন | ২৩,৮৭,৮০,০০০/- |
| ২০১৯-২০ | ১,৯২৭ জন | ২৩,৪৯,৬০,০০০/- |
| ২০১৮-১৯ | ১,৩৬১ জন | ২০,৮৯,৬০,০০০/- |
| ২০১৭-১৮ | ১,৮৫২ জন | ৩৬,৬৯,৫০,০০০/- |
| **সর্বমোট** | **২০,০০৬ জন** | **১৯৫,৯৮,৩৩,০০০/-** |

তাছাড়াও কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি পরিশোধ বাবদ ১০টি কারখানার শ্রমিকদের ২,৪২,৩০,৯৭২/- টাকা প্রদান এবং অগ্নিদূর্ঘটনার জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানের ১৩জন শ্রমিকদের মোট ৩,২৫,০০০/- টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস
১২ জুন ২০২৩
শিশুর শিক্ষা ও
সুরক্ষা নিশ্চিত করি
শিশুশ্রম বন্ধ করি
Social Justice for All.
End Child Labour!